বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা-৭০০০০৬
ফোন-০৩৩-২২৪১৪৫৮৩

শ্রী সোমনাথ আর্য
নিউ টাউন, কোলকাতা-১৭
মোঃ ৯৪৭৭৭৪০৯৯৪

ব্যবস্থাপক ঃ
শ্রী সোমনাথ আর্য

অক্ষর বিন্যাস ঃ
বাবলু দুবে
কেষ্টোপুর, বারোয়ারীতলা
কোলকাতা-৭০০১০২
মোঃ ৯১৬৩০৭০২০৯

মুদ্রক ঃ
শ্রী তারক পাল
সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা

প্রথম সংস্করণ–১০০০

মূল্য ঃ ৭ টাকা

ভক্তের দুর্গতি

দৃষ্টান্ত - অনুবাদক - বিজয় কৃষ্ণ জানা

ভক্ত রাধাবল্লভ মারা গেলেন তখন প্রতিবেশী সকলে বলতে লাগল – ভক্ত স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু আমাকে নারদমুনি আকাশবাণী মারফৎ খবর পাঠিয়েছেন যে ভক্তকে নরকলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বললে লোকেরা বিশ্বাস করবে না কিন্তু ঘটনাটা সত্য। ভক্তকে নরকলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার উপর জঘন্য পাপ কর্মের কলঙ্ক/আরোপ লাগানো হয়েছে।

বেচারা ভক্ত মন্দিরে প্রায়ই রাতের পর রাত নিজে কীর্তন করত ও অন্যান্যদের দিয়ে করাত। প্রত্যেক ভক্ত ২-৩ ঘণ্টা অন্তর অন্য ভক্ত, বিত্তবান, সভ্রান্ত ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় মাইক বক্স লাগিয়ে ভক্তমণ্ডলীর ঢোলক, তবলা, হারমোনিয়াম, ঝাঁঝ, ঘণ্টা বাজিয়ে ভগবানের গুণকীর্তন করত। বিভিন্ন পূজা পার্ব্বন, সামাজিক পারিবারিক অনুষ্ঠান দিন-রাত, মাঝে-মাঝে অখণ্ড কীর্তন কয়েকদিন ব্যাপি চলত। ১-২ বার তো আশে-পাশের প্রতিবেশীরা অখণ্ড কীর্তনের কোলাহল, শব্দ দুষণ, প্রকৃতির রাত্রি নীরবতা ভঙ্গের জন্য বিরোধিতা করত। তখন ভক্ত মহোদয় অন্যান্য ভক্তদের একত্রিত করে ঝামেলা-ঝন্‌ঝট শুরু করত ও কীর্তনের চেঁচামেচি, মাইকের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিত।

এইরকম ভগবান ভক্ত অসংখ্যবার ভগবানের নাম নেয়, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, অখণ্ড কীর্তনের ব্যবস্থাপক/প্রধানকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং অজামিল যে সারাজীবন

অন্যায়-অত্যাচার করে মৃত্যুর সময় নিজ পুত্রের নাম রাম, হরি, নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করছে – এসব অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার নয় কি ? ভগবানের দরবারে ও কি এইরকম অন্ধকার আছে, অবিচার হয় ?

স্বর্গবাসী ভক্ত স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এমন সময় দারোয়ান প্রবেশ টিকিট দেখতে চাইল।

টিকিটের কথা শুনেই ভক্ত ক্রোধে লাল হয়ে জিজ্ঞাসা করল টিকিট। কিসের টিকিট ? আমার ও টিকিট দরকার / আমি কোনোদিন, কখনও টিকিট নিই না। বিনা টিকিটে সিনেমা দেখেছি, রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করেছি, কেউ কোন দিন টিকিট চায় নি, আর তুমি কি না আজ আমাকে টিকিট চাইছ।

দারোয়ান – এখানে বিনা টিকিটে প্রবেশ নিষেধ।

তখন ভক্তমহোদয় দারোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু দারোয়ান ভক্তকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে ভগবানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

ভক্ত করজোড়ে বলল – আহা, কি সুন্দর, আমি চিনতে পেরেছি, সাক্ষাৎ ভগবান বিরাজমান। আজ আমার জন্ম-জন্মান্তরের মনোকামনা পূর্ণ হয়েছে বলেই নাচতে নাচতে কীর্তন করতে লাগল। কিন্তু মনে-মনে ভাবতে লাগল – সংসারে যত ভগবানের মূর্তি এবং চিত্র প্রচলিত আছে তা কোন মতেই বাহ্যিক দৃশ্যতঃ রূপ, রং আকার-গঠন এক নয়। বড় বিচিত্র ব্যাপার কিন্তু আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে না তো।

ভগবান – বললেন অহেতুক চিৎকার করো না, তোমার নাম, ঠিকানা কি তা বল ?

ভক্ত নিজ নাম বলল।

ভগবান বলল আচ্ছা, তুমি সারাজীবন পাপ করেছ আর এখানে এসে আমাকে ও তুমি ধোঁখা দিতে চাইছ ? তোমার বিষয়টা/মামলা বড় বিচিত্র ও গম্ভীর।

ভক্ত বলল – প্রভু আমার বিষয়টা তো একদম পরিষ্কার। আমি একজন ধর্মাত্মা, প্রত্যহ ভজন কীর্তন করি। অসংখ্যবার - অখণ্ড কীর্তন করেছি এবং অন্যান্যদের দিয়ে করিয়েছি। আর যারা নাস্তিক ভগবানের কীর্তন করতে চায় না তাদেরকেও আমি লাউডস্পীকার লাগিয়ে সারারাত জাগিয়ে তোমার নাম-কীর্তন শুনিয়েছি। আমি প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে তোমার দর্শন করেছি, হাজারবার গঙ্গাস্নান করেছি, চারধাম ভ্রমণ করেছি, রামায়ণ, ভাগবত পাঠ-উপদেশ শুনেছি। রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা দেখেছি, এবং করেছি ও অন্যদের দিয়ে করিয়েছি। তবুও প্রভু ! আপনি আমার বিষয়টা/ব্যাপারটা গম্ভীর/গুরুতর বলছেন। আজামিল নিজপুত্রের নাম নারায়ণ একবার বলে যদি উদ্ধার হয়ে যায় বাল্মীকি রামের নাম উল্টো জপ করে যদি ঋষি হতে পারে আমি তো অসংখ্যবার আপনার নাম জপ করছি তাহলে আমি কেন ন্যায় পাব না। আপনি শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করছেন এ বড় অন্যায়।

প্রভু – অযথা তুমি মাথা খারাপ করছ। এখানে তো ভাল-মন্দ দেখা হয়, পূজা-পাঠ, নাম জপ কীর্তন এইসব বাহ্যিক আড়ম্বর দেখা হয় না এবং কাউকে জিজ্ঞাসা ও করা হয় না – এসব তো পৌরাণিক আড়ম্বর। এখানে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারের কোন স্থান নেই।

প্রভুর এইসব কথা শুনে ভক্ত হতবাক হয়ে বলল প্রভু, আপনি এসব কি বলছেন ? আমি তো সর্বদা পুণ্যকাজ করেছি, কখন ও কোন পাপ বা অন্যায় করিনি। এসব বলেই ভক্ত "হরে রাম, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরে হরে"। কীর্তন করতে করতে নাচতে শুরু করল। তখন দ্বারপ্রহরী বলল – এ সব কি করছ চিৎকার চেঁচামেচি করো না – এটা তো ভগবানের দরবার।

প্রভু – আমার সময় নষ্ট করো না। তুমি কি চাও ? ভক্ত নিজ মনে বিড়বিড় করে কিছু বলল।

ভক্ত – প্রভু আপনি তো সব কিছুই জানেন, কিছুই তো আর লুকানোর মত নেই। আপনি ঘট-ঘটবাসী, অন্তর্যামী, ন্যায়কারী, আমাকে স্বর্গে কোন স্থান দিন এই আমার প্রার্থনা।

প্রভু – তুমি এমন কিছু পুণ্য কাজ করেছ কি তোমাকে স্বর্গ দেওয়া যায় ? এখানে স্বর্গ নরক বলে কোন স্থান নেই। যাহা তুমি ভাবছ এসব তো ভাল খারাপ প্রত্যেক জীব কর্মানুসারে ভোগ করে এবং বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

ভক্ত এসব কথা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। পুরাণের কথানুযায়ী গোলক ধামের যে স্বর্গচিত্র মনের মধ্যে এতদিন রেখেছিলেন তা সবই বেকার অর্থহীন। মুখ কালো করে নিজমনে কিছু বিড়বিড় করতে করতে বললেন প্রভু বড় ধোখা হয়েছে। যাইহোক আপনি আমাকে দয়া করে "দেবযোনি" প্রদান করুন।

প্রভু ঃ তুমি এমন কি পুণ্য কাজ করেছ যে স্বর্গ কামনা করছ ?

এই প্রশ্ন শুনে তো ভক্ত একেবারে বিস্মিত ও হতবাক। যে ভগবানের জন্য দিন রাত এক করেছি ঐ ভগবান আবার জিজ্ঞাসা করেছেন – উনার জন্য আমি কি এমন মহৎ কাজ করেছি। এই কথা শুনেই তো প্রথমে ক্রোধ এসেছিল কিন্তু ভগবানের উপর রাগ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় এমন ভেবে ক্রোধ সংবরণ করে ভক্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে বললেন প্রভু, আমি আপনার জন্য যে ভজন কীর্তন করেছি এসব কি পুর্ণ্য কাজ নয় ? ও সবই কি ব্যর্থ।

প্রভু ঃ নাম জপ-ভজনা শুদ্ধ ভাবনা নিয়ে একান্তে করতে হয়। আমাকে যখন সর্ব্বব্যাপি, ঘটঘটবাসী, সর্বান্তর্যামী মনে কর তো চিৎকার করার কি দরকার ছিল ? লাউডস্পীকার লাগানোর বা কি প্রয়োজন ছিল ? আমি কি কানে কালা বা কানে কম শুনি ?

ভক্ত ঃ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিনেমাবালা, মিষ্টি দোকানদার, সিগারেট, বিড়ি দোকানদার, গ্রাহক, ঘর-গৃহস্থী সব জনতা – সকলের শুনার জন্য লাউডস্পীকার লাগিয়েছি এটাও কি পাপ করেছি ?

প্রভু ঃ ব্যবসায়ী, দোকানদারেরা পণ্যের অধিক বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেয় – আমি ও কি বিক্রি হওয়ার জিনিস ? মুর্খ! তুমি যে রামকৃষ্ণের নাম কীর্তন করছ উনারা তো মহাপুরুষ/অবতার ছিলেন। আমার নাম তো নয়।

ভক্ত ঃ ভগবানের এই কথা শুনেই একদম স্তম্ভিত হয়ে গেল। বর্তমান সমাজ জীবনে যদি কেউ এইরকম কথা ব'লত তো ভক্তমণ্ডলী সব উনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং অবর্ণনীয় কাণ্ডকারখানা করে বসত কিন্তু এখানে ভক্ত একেলা বাধ্য হয়ে চুপচাপ থাকলেন।

কিন্তু ভগবান ও ভক্তের হাব-ভাব-মনোভাব বুঝতে পারলেন।

ভগবান ঃ তুমি পাড়া প্রতিবেশীদের কীর্তনের মাধ্যমে অসহ্য অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে, কীর্তনের কোলাহলে তারা ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারত না, বিদ্যার্থী পড়াশুনা করতে পারত না, শান্তিতে বসবাস করতে পারত না, এমন কি রোগী-গৃহস্থীরা ঠিকমত ঘুমাতে ও পারত না। ফলস্বরূপ আমাকে ও অনেক ভক্ত ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। তোমাদের ভগবান ওরকম না হলে তোমার মত ভক্ত, সঙ্গী-সাথী, মদ্যপায়ী মাংসাহারী, নেশাখোর, জুয়াড়ী, দুরাচারী, মুর্খ সকলেই এ ভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করত না। ভেবে দেখ এইভাবে তুমি ও তোমার অনুগামী সাথীরা আমার বদনাম করেছ।

সব কথাশুনে ভক্ত আর চুপ না থাকতে পেরে বলল – আপনার নামকীর্তন অন্য ভক্তের কানে যেত-তাতে তারা পুণ্যলাভ ক'রত।

প্রভু ঃ তোমাদের দুর্দ্দশা ও অত্যাচার দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। ভক্তের কানে আমার নাম বললে বা শুনালে কি কখনও ভক্ত হওয়া যয়, পুণ্যলাভ হয় ? তাহলে পশু-পক্ষীদের কানে আমার নাম পড়লে কি তারাও পুণ্যার্থী হয়ে যাবে ? তবে মানুষ, পশু-পক্ষী-জানোয়ারের মধ্যে তফাৎ কি থাকবে ? আমাকে লাভের জন্য যে সস্তা কীর্তন পদ্ধতি প্রচলন আছে তাহাতে দেশসেবা, পরোপকার, শুভাশুভ, পুণ্যকাজ সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই সংসারে ধূর্ত স্বার্থপর লোকেরা পাপ পুণ্য মুছে দেওযার জন্য মিথ্যা মনগড়া কল্পনা, বিকল্প আকর্ষণীয় পন্থা আবিষ্কার ক'রেছ। শাস্ত্র পুরাণে রয়েছে ''অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতম্ কর্ম শুভাশুভম্'' অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম অনুযায়ী তারফল শুভ-অশুভ ভাল-মন্দ অবশ্যই ভোগ করে ও ভোগ করতেই হবে। আমি কি এতই বোকা যে তোমাদের মিষ্টি মধুর চাপলুষি কথাবার্তাতে সব ভুলে যাব ? আমি কাউকে খুশি বা দুঃখী করি না বরং কর্ম অনুযায়ী দণ্ডপ্রদান ও ন্যায়-বিচার করে থাকি।

ভক্ত ঃ ভগবান্ ! আমার অজ্ঞাতে বা অসাবধানতার জন্য যদি কোন ভুল বা অন্যায় কাজ হয়ে যায় তা আপনার নাম-কীর্তন করলে ও কি নিষ্কৃতি বা মুক্তি পাওযা যাবে না ? ভাগবত পুরাণে যে সব উপদেশ আছে সেগুলো কি সবই মিথ্যা ?

ভগবান ঃ ওরে মুর্খ ? যদি আমার দেওয়া বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা তুমি-কাজকর্ম করতে তাহলে তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যেত। পুরাণ শাস্ত্রে ধুর্ত স্বার্থান্বেষীদের মনগড়া কথার উল্লেখ আছে যে আমার নাম নিয়ে পাপ-দুঃখ ত্রিতাপ জ্বালা নষ্ট হয়ে যাবে ও মুক্তি হবে। তাহলে তো এই মায়ার সংসারে কেউ দুঃখী থাকত না, সবাই সুখী সম্পন্ন হয়ে যেত। কিন্তু যার বুদ্ধি বিবেক লোপ পেয়ে গেছে, জ্ঞানচক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে তার চিকিৎসা কী ? তোমাদের শাস্ত্র পুরাণ মতে। তোমার মত ভক্তরা আমার নামে অনেক ব্যভিচার, অত্যাচার, হত্যা করেছ, লীলার নামে নানা কুৎসা প্রচার করেছ। আমার আর সময় নষ্ট করো না। তোমরা কে, কী, কু-কর্ম করেছ, কবে করেছ, কী পরিস্থিতিতে ইত্যাদি বিষয়ে আমার সব জানা আছে।

উপরিউক্ত সত্য, বাস্তবিক, ন্যায়ের কথা শুনে ভক্ত অধৈর্য্য হয়ে ভগবানের চরিত্রের উপর সন্দেহ করতে লাগল। ভাবতে-ভাবতে ভক্ত ক্রোধিত হয়ে বলল – ভগবান হয়ে

আপনি মিথ্যা কথা বলছেন – এ আপনাকে শোভা দেয় না। আমি কি ব্যভিচার করেছি, কাকে হত্যা করেছি ?

ভগবান ঃ পুনরায় বলছি তুমি/তোমরা আমার নাম কীর্তনের আড়ালে ব্যভিচার করেছ, হত্যা করেছ ? প্রমাণ দিচ্ছি। ভগবান এক বয়োবৃদ্ধাকে ডাকলেন এবং ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন একে চিনতে পেরেছ ?

ভক্ত ঃ ঐ মহিলাকে দেখেই ঘাবড়ে গেল এবং তার শরীরে ঘাম ঝরতে শুরু করল। তারপর লজ্জায়, অপমানে নীচের দিকে তাকিয়ে বলল – মহারাজ আমি চিনতে পেরেছি।

ভগবান ঃ মোহিনী (এক পৌঢ় মহিলা) তুমি বল, কিভাবে তোমার মৃত্যু হয়েছে ?

মোহিনী ঃ মহারাজ ! আমি ২০ বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে গিয়েছিলাম। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আমাকে স্বামীর ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার বাবা-মা আগেই মারা গিয়েছিল। ভাইয়ের কাছে থাকতে আরম্ভ করেছিলাম। ভাবলাম শেষ জীবনটা ভাগবৎ ভক্তিতে নির্বাহ করব। আমি প্রতিদিন কীর্তন-মণ্ডলীতে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে যেতে শুরু করলাম। ভক্ত মহোদয় আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা আরম্ভ করল। উপদেশ দেওয়ার সাথে সাথে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ ও আরম্ভ করল। আমি বললাম ভক্ত মহোদয়। আপনি আমার পিতৃতুল্য এইরকম কুকর্ম থেকে দূরে থাকুন। কিন্তু ভক্তমহোদয় ভাগবতে বর্ণিত ভগবান কৃষ্ণের গোপীলীলা, রামলীলা, মাখনচুরি ইত্যাদির কথা শুনিয়ে বলল যে এ সবেতে কোন দোষ/অন্যায় নেই। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এইসব লীলা করেছেন। ভক্ত মহোদয় আমার সঙ্গে

অনেক বার ব্যভিচার করেছে এবং কয়েকবার গর্ভপাত ও করিয়েছে। অবশেষে গর্ভপাত করানোর সময়ই আমার মৃত্যু হয়েছে।

ভগবান ঃ বল, ভক্ত মহোদয় ! এ কি সব বলছে ?

ভক্তমহোদয় তখন ঘাম মুছতে মুছতে বলল – ভগবান এ সব ঠিক বলছে। কিন্তু আপনি যখন কৃষ্ণ অবতার নিয়ে এই সবকিছু করেছেন গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা, গোপীনিদের সঙ্গে সম্ভোগ/রতিক্রিয়া এবং রাধার সঙ্গে গোপনে প্রেমলীলা এবং অবশেষে নিজের মামার স্ত্রী রাধার সঙ্গে গোপনে বিবাহ করেছিলেন তো আমিই বা এমন কি পাপ করেছি ?

ভক্তের এই কথা শুনে ভগবান ক্রোধিত হয়ে বললেন– ওরে, মূর্খ। এখন তুই আমার উপরেই লাঞ্ছনা লাগাতে শুরু করেছিস। তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে এইরকম পুরাণ-ভাগবত তোমার মত ধূর্তদের রচনা। আমি কখনও জন্ম নেইনি আর জন্ম নেওয়ার দরকার ও নেই। ঐ পুরাণ ভাগবত সবই মিথ্যা, মনগড়া, কল্পনা, ব্যক্তি বিশেষের মত মাত্র।

ভক্ত ঃ মহারাজ ! আমি কি রকম হত্যা করেছি ?

ভগবান ঃ দেখ, এই বিধবার ভ্রুণ হত্যা বা গর্ভপাত এবং এর ফলে ঐ বিধবার মৃত্যু হয়েছে। এই হত্যার জন্য দোষী কে, তুমি ?

আচ্ছা, আরও প্রমাণ দিচ্ছি। ভগবান অন্য একজন পুরুষকে ডাকলেন।

ভগবান ঃ ভক্ত, তুমি একে চিনতে পেরেছ ?

ভক্ত ঃ হাঁ, মহাশয়, এ আমার পাড়ার মাষ্টার দেবদত্ত কিছুদিন আগে রোগে মারা গিয়েছিলেন।

ভগবান ক্রোধিত হয়ে বলল – না, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এ তোমাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে মরেছে যাকে তোমরা ভজন-কীর্তন বলে প্রচার করে বেড়াও। তোমাদের লাউডস্পীকার এই ব্যক্তির প্রাণ নিয়েছে। দেবদত্ত – বল, কিভাবে তোমার মৃত্যু হয়েছে ?

দেবদত্ত ঃ প্রভু, আমি অসুস্থছিলাম। ডাক্তার বলেছিল, তুমি সম্পূর্ণ আরাম করবে। কিন্তু ভক্তমণ্ডলীর লাউডস্পীকারের অখণ্ড কীর্তনের জন্য তিন দিন ঘুম হয়নি। আমার ভাই ভক্তমহোদয়কে অনেক অনুরোধ করে বলেছিল যে, লাউডস্পীকার বন্ধ করে দাও কিন্তু অনুরোধ তো শুনলনা উল্টো মারপিট/ঝামেলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। এবং বলল – তোর জন্য পূজা-পাঠ বন্ধ করে দেব, অখণ্ডকীর্তন খণ্ডিত কীর্তন করে দেব ? অবশেষে চতুর্থ দিনে আমার মৃত্যু হয়েছে।

এই সব কথাশুনে ভক্ত ঘাবড়ে গেল। এরপর ভগবান একজন ২০-২১ বৎসরের ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন – বিদ্যাধর, তোমার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে ?

বিদ্যাধর ঃ মহারাজ, আমি আত্মহত্যা করেছি।

ভগবান ঃ কেন, তুমি আত্মহত্যা করেছ ?

বিদ্যাধর ঃ ভক্তমহোদয়ের লাউডস্পীকারের তীব্র আওয়াজ এর জন্য পড়াশুনা করতে পারিনি আমার বাড়ী মন্দিরের সঙ্গেই যুক্ত ছিল পরীক্ষায় অকৃত কার্যের জন্য আত্মহত্যা করেছি।

শুনেই ভক্তমহোদয়ের মনে পড়ল যে এই ছেলেটা সকলকে অনুরোধ করে বলেছিল যে কমপক্ষে পরীক্ষার দিনগুলোতে লাউডস্পীকার বন্ধ করে দিন কিন্তু আমরা/আমি তা করিনি।

ভগবান উচ্চস্বরে বললেন – তোমার এইসব পাপ কর্মের জন্য আমি তোমাকে ১০ সাল পর্যন্ত কুকুরযোনিতে পাঠাচ্ছি। ভগবানের এই রায় শুনে ভক্ত চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, প্রভু, আমার থেকে ভুল হয়েছে, ধোখা হয়েছে, আমি বুদ্ধি বিবেক থেকে এ কাজ করিনি। মিথ্যা ভক্তির ফলে পথভ্রষ্ঠ হয়েছি। পুরাণ-ভাগবতের চক্করে ফেঁসে গিয়েছি, ভবিষ্যতে এরকম ভুল কাজ করব না, কথা দিচ্ছি এবার আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ভগবান উপদেশ ঃ মানুষকে এইজন্য বুদ্ধি দিয়েছি যে সে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে কাজ করবে। ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য বুঝতে পারবে। এ সবের উপদেশ তোমাদের সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদের মাধ্যমে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা সেই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সুখ ও ব্যক্তিস্বার্থের জন্য উচিত কার্যকে অনুচিত ভাবে ব্যবহার করেছ। পরোপকার, সেবা, ধর্মকর্ম সব শিকেয় তুলে রেখেছ বা বাতিল করে রেখে দিয়েছ। বর্তমানে ঠগবাজ, পুরোহিত এবং নামধারী সন্ন্যাসীরা যেভাবে পরিচালনা করছে সেইভাবেই সংসার সমাজ চলছে। পুরাণ-ভাগবত আদি গ্রন্থে মিথ্যা মনগড়া নানা কথায় বিশ্বাস করে মানুষ ইহলোক পরলোক দুটোই হারাতে বসেছে।

ভক্তমহোদয় চিৎকার করে বললেন – প্রভু, আমি ছদ্মবেশী ঠক এবং রঙীন শেয়ালের পর্যায়ে চলে এসেছি।

নিজের জীবনটা নষ্ট-ব্যর্থ করে ফেলেছি এরকম ভুল ভবিষ্যতে আর করব না এবারের মতো ক্ষমা করে দিন।

ভগবান ঃ না, পাপ ক্ষমা করা যাবে না, ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। যমদূতকে আজ্ঞা দিয়েছি – একে কুকুর যোনিতে পাঠিয়ে দাও।

ভক্তমহোদয়ের অনেক অনুরোধ ও কান্নাকাটির পরেও যমদূত টেনে-হিঁচড়ে ভক্তকে কুকুর যোনিতে পাঠিয়ে দিল। এই যোনিতে প্রায় ৬০ সাল অতিবাহিত হয়ে গেল। ভক্ত এখন ৪র্থ বার কুকুর যোনিতে জীবন কাটাচ্ছে। ভক্তের সব অনুগামীদের ও মৃত্যুপশ্চাত ঐ কুকুর যোনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওইসব লোক ঐ পাড়ার মন্দিরের চারিদিকে কুকুর বেশে ঘুরে বেড়ায়। নিজ-নিজ কৃতকর্ম অনুসারে সারারাত্রি ঘেউ ঘেউ করে চিল্লাতে থাকে এবং নিজের আগের জন্মের কৃত কর্ম স্মরণ করে রাতে কাঁদতে থাকে। প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরা তাড়াতে থাকে, লাঠির ঢেলার মার খায়। এখন শোনা যাচ্ছে এইরকম কুকুরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শহরে এদের শেষ করে দেওয়ার জন্য সরকার অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতমকর্ম শুভাশুভম্"

উপনিষদ্ বলছে – প্রত্যেকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে বাধ্য আছে, কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না।